অগ্রহায়ণ মাসে কৃষক ভাইদরে করণীয়

নবান্নের উৎসব শুরু হয় অগ্রহায়ণে। নতুন ধানের ঘ্রাণ, তরতাজা শাকসবজি, শিশিরের পরশে শীতের আমেজ এ সব কিছুই অগ্রহায়ণের আগমনী বার্তা। অভাবগ্রস্ত কৃষকের চোখে জেগে ওঠে স্বপ্নের অরুনিমা। ধান ফসলে ভরে উঠে কৃষকের শূন্য আঙ্গিনা। আর হতাশা দূর করে নিয়ে আসে আশা ভরা সুখময় ভবিষৎ। আঁসুন জেনে নেই অগ্রহায়ণ মাসে করণীয় কাজগুলো।

আমন ধান

- এ মাসে অনেকের আমন ধান পেকে যাবে তাই রোদেলা দিন দেখে ধান কাটতে হবে;
- ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় আমন ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকলে কেটে ফেলতে হবে;
- আমন ধান কাটার পরপরই জমি চাষ দিয়ে রাখতে হবে, এতে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মাটির রস কম শুকাবে;
- উপকূলীয় এলাকায় রোপা আমন কাটার আগে রিলে ফসল হিসেবে খেসারি আবাদ করা যায়;
- অন্যান্য এলাকায় রোপা আমন কাটার আগে রিলে ফসল হিসেবে ছিটিয়ে সরিষার আবাদ করা যায়;
- আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে প্রথমেই সুস্থ্য সবল ভালো ফলন দেখে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এরপর কেটে, মাড়াই-ঝাড়াই করার পর রোদে ভালমত শুকাতে হবে।

বোরো ধান

- অগ্রহায়ণ মাস বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময়। রোদ পড়ে এমন উর্বর ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে;
- চাষের আগে প্রতি বর্গমিটার জায়গার জন্য ২-৩ কেজি জৈব সার দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে। ১০মি. x ১মি. আকারের আর্দশ বীজতলা তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে;
- যেসব এলাকায় ঠান্ডার প্রকোপ বেশি সেখানে শুকনো বীজতলা তৈরি করতে পারেন। প্রতি দুই প্লটের মাঝে ২৫-৩০ সেমি. নালা রাখতে হবে;
- যেসব এলাকায় সেচের পানির ঘাটতি থাকে সেখানে আগাম জাত হিসেবে উর্বর জমি ও পানি ঘাটতি নাই এমন এলাকায় ব্রি ধান৫০, ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৫৯, ব্রি ধান৬০, ব্রি ধান৬৩, ৬৪,৬৮,৬৯,৭৪,৮১,৮৪,৮৬,৮৮,৮৯,৯২,৯৬,৯৭,৯৯ এবং বঙ্গবন্ধু ধান১০০, ব্রি ধান১০১, ব্রি ধান১০২, ব্রি ধান১০৪, ব্রি ধান১০৫, ব্রি ধান১০৭, ব্রি ধান১০৮, ব্রি হাইব্রিড ধান১, ব্রি হাইব্রিড ধান২, ব্রি হাইব্রিড ধান৩ . ব্রি হাইব্রিড ধান৫, ব্রি হাইব্রিড ধান৮, হাওড় এলাকায় ব্রিধান ৮১, ব্রিধান ৯২, ব্রিধান ৯৬, বিনা ধান ১৭, ব্রি হাইব্রিড ধান৩, ব্রি হাইব্রিড ধান৪ , ব্রি হাইব্রিড ধান৫ লবণাক্ত এলাকায় ব্রিধান৪৭, ব্রিধান৫৩,ব্রিধান৫৫, ব্রিধান৬৭, ব্রিধান৭৮, ব্রিধান৯১, বিনা ধান১০ চাষ করতে পারেন;

গম

- অগ্রহায়ণের শুরু থেকে মধ্য অগ্রহায়ন পর্যন্ত গম বোনার উপযুক্ত সময়। এরপর গম যত দেরিতে বপন করা হবে ফলনও সে হারে কমে যাবে; বপন করা হবে ফলনও সে হারে কমে যাবে;
- দো-আঁশ মাটিতে গম ভাল হয়;
- অধিক ফলনের জন্য গমের আধুনিক জাত যেমন- শতাব্দী, সুফী, বিজয়, প্রদীপ, আনন্দ, বরকত, কাঞ্চন, সৌরভ, গৌরব, বারি গম-২৫, বারি গম-২৮, বারি গম-২৯ বারি গম-৩০ বারি গম-৩২ বারি গম-৩৩ এসব বপন করতে হবে;
- গম বীজ বপনের আগে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে;
- সেচযুক্ত চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ১৬ কেজি এবং সেচবিহীন চাষের জন্য বিঘা প্রতি ১৩ কেজি বীজ বপন করতে হবে;
- গমের ভাল ফলন পেতে হলে প্রতি শতক জমিতে ৩০-৪০ কেজি জৈব সার, ৬০০-৭০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০০-৭০০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০-৪০০ গ্রাম এমওপি, ৪০০-৫০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে;
- ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া তিন কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে;
- গমে তিনবার সেচ দিলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। বীজ বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ , ৪৫-৬০ দিনে দ্বিতীয় সেচ এবং ৭৫-৮০ দিনে ৩য় সেচ দিতে হবে।

ভুট্টা

- ভুট্টা এ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে;
- ভাল ফলনের জন্য সারিতে বীজ বপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেমি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২৫ সেমি রাখতে হবে;

তৈল জাতীয় ফসল

- এ মাসে তেল ফসলের (সরিষা, তিল, তিসি ও সূর্যমুখী) যত্ন নিলে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায়।

আলু

- রোপনকৃত আলু ফসলের যত্ন নিতে হবে। মাটির কেইল বেঁধে দিয়ে কেইলে মাটি তুলে দিতে হবে। সারের উপরিপ্রয়োগসহ সেচ দিতে হবে।

শীতকালীন সবজি

- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মুলা এ সব বড় হওয়ার সাথে সাথে চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে;
- সবজি ক্ষেতের আগাছা, রোগ ও পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করতে পারেন। এতে পোকা দমনের সাথে সাথে পরিবেশও ভাল থাকবে;
- জমিতে প্রয়োজনে সেচ প্রদান করতে হবে;
- টমেটো গাছের অতিরিক্ত ডাল ভেঙে দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে: ঘেরের বেড়িবাঁধে টমেটো, মিষ্টিকুমড়া চাষ করতে পারেন।

মিষ্টি আলু

- মাঠে মিষ্টি আলু, চীনা, কাউন, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচসহ অন্যান্য ফসলের পরিচর্যা করতে হবে।

ফলবৃক্ষ

- এবারের বর্ষায় রোপণ করা ফল, ওষুধি বা বনজ গাছের যত্ন নিতে হবে।

গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে গাছকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কমে গেলে গাছের গোড়ায় সেচ প্রদান করতে হবে।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে